আগমনী ও বিজয়ার পদে কমলাকান্তের কৃতিত্ব

কমলাকান্ত শাক্তসাহিত্যে রামপ্রসাদের পরই উল্লেখযোগ্য ও খ্যাতিমান কবি। মাতৃভাবের পারমার্থিক সঙ্গীত রচনায় সাধক কবি রামপ্রসাদের পরই কমলাকান্তের স্থান। রামপ্রসাদ ছিলেন মাতৃভাবে আবেগ বিহ্বল কবি। আর কমলাকান্ত ছিলেন সাহিত্যসচেতন শিল্পী কবি। কমলাকান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের শাক্তসঙ্গীত রচনা করলেও তাঁর কবি প্রতিভার চরমোৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে আগমনী ও বিজয়ার পদে। অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীর মতে, রামপ্রসাদের হাতে আগমনী ও বিজয়া গানের যে সূচনা ঘটেছে কমলাকান্তের রচনায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তৃতি ও পরিণতি ঘটেছে। মাতাপিতা, কন্যা ও স্বামীর মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে কমলাকান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

"কমলাকান্তের আগমনী গান ভরা বাদরের নদীর মত বেগবতী উচ্ছল ও উদ্বেল, তাঁহার বিজয়া সঙ্গীত বিজয়ার সানাই এর মত করুণ ও মর্মস্পর্শী।" — জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

তিনি বাঙালীর পারিবারিক জীবন ও সামাজিক উৎসবের প্রেক্ষাপটে পুরাণ ও তন্ত্রআশ্রিত এক করুণ মধুর লৌকিক জীবনের কাহিনিকে চিত্রিত করলেন। বাঙালী সমাজে তখন অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার গৌরীদান প্রথা বা অকাল বিবাহ

প্রচলিত ছিল। কৌলীন্য সংস্কারের জাঁতাকলে আবদ্ধ হয়ে অল্পবয়স্কা মেয়ে দুলালী কন্যারা দলিত পিষ্ট হত। দীর্ঘ ১ বছর কন্যা দর্শন থেকে বঞ্চিত মাতা নানা চিন্তাভাবনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শয়নে ~~স্ব~~ স্বপনে তিনি কন্যার কথা চিন্তা করেন —

"আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ! অচেতনে কত না ঘুমাও হে।"
এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথা গেল হে।"

কন্যাকে কাছে পাওয়ার জন্য মাতা মেনকার গভীর উদ্বেগের প্রকাশ কমলাকান্ত বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন। কমলাকান্তের বেশ কিছু পদে নাটকীয়তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। 'কাল স্বপনে শঙ্করী মুখ হেরি' পদটিকে ড্রামাটিক মনলগ বা নাটকীয় একোক্তি বলা হয়। পদটির বক্তা মেনকা। তিনি হিমগিরিকে সম্বোধন করে এ কথা বলছেন, মনে হয় যে পাশেই হিমগিরি বসে আছেন — গিরিরাজকে তিনি গত রাত্রির স্বপ্নের কথা বলেছেন —

"তিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার
বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার।"

Scanned by CamScanner

উমাকে স্বপ্নে দেখে তার দর্শনাকাঙ্খায় মেনকার উদ্বেগ ব্যাকুলতা ও আশঙ্কা দিয়ে আগমনীর সূচনা হয়েছে। আর কন্যা আগমনের পর বিদায়কালে বিষণ্ণ মাতার অশ্রুরুদ্ধ আশীর্বাদে সেই নাট্যলীলার যবনিকা ঘটেছে। মেনকার স্বপ্ন দর্শন থেকে শুরু করে দশমী তিথির ভোরে বিদায়লগ্ন পর্যন্ত কমলাকান্ত প্রতিটি সঙ্গীতে নাটকীয়তা, মনস্তত্ত্ব, গীতিরস ও বাৎসল্যবৃত্তির মানবিক আবেদনে বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও রসসমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

গৌরীকে একবার না দেখে মেনকা স্থির থাকতে পারছেননা, গিরিরাজকে বারংবার অনুরোধ করছেন কৈলাসে গিয়ে কন্যাকে নিয়ে আসার জন্য। গিরিরাজ ধৈর্যশীল মানুষ। তিনি জানেন স্বামীই কন্যার সব।

"বারে বারে কহ রানী গৌরী আনিবারে।
জানতো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে॥
বরঞ্চ ত্যাজিয়া মণি ক্ষনেক বাঁচয়ে ফনী।
ততোধিক শূলপানি ভাবে উমা মারে॥

জামাই এর প্রতি শ্বশুরমশাই এর এ হেন শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, চিন্তা অসাধারন ভাবে কবি কমলাকান্ত তুলে ধরেছেন।

'কবে যাবে বল গিরিরাজ' পদটিতে মাতার অন্তরের যন্ত্রনা প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এ আসলে বাঙালী মাতারই যন্ত্রনা। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারী কতখানি অসহায় তার প্রকাশ এখানে আছে। মেনকা বলেছেন —

"গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে।
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি ; তেঁই হে তোমারে সাধি.
নারীর জনম কেবল যন্ত্রনা সহিতে।"

কমলাকান্তের পদগুলিতে বাঙালী মাতার বেদনার বেদধ্বনি শোনা গেছে। নারীর এ যন্ত্রনা যেন আমাদের বাংলাদেশের সমাজে নারীর যন্ত্রনা হয়ে গেছে।

'আমার উমা এল বোলে রানী এলো কেশে ধায়' — পদটিতে রয়েছে দৃশ্যকাব্যের আঙ্গিক। অনেক সময় চিত্রকল্প দেখা যায়। উমার আগমনে মা মেনকার হৃদয়ে প্রবল উচ্ছ্বাস। তার রূপ বর্ননা করেছেন কবি —

"অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায় ধরনী।
আঙ্গিনার বাহিরে হেরিয়া গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রানী"।।

Scanned by CamScanner

বিজয়ার পদে কবি কমলাকান্ত মাতৃহৃদয়ের সেই অসীম বেদনা ও উৎকন্ঠার অপূর্ব চিত্র তুলে ধরেছেন। মাতৃহৃদয় নিঙড়ে সমস্ত স্নেহবৃত্তি, আকুলতা ও বেদনা উছলে পড়েছে এই পদটিতে —

'ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি;
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও গো?

জড়বস্তুর উপর প্রানসত্তার আরোপ করে বিশেষ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন 'ওরে নবমী নিশি না হইও রে অবসান' পদটিতে। কন্যা বিচ্ছেদ কাতরা মেনকা চিরন্তন বঙ্গজননী রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। মেনকা হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তির কাব্যিক রূপায়ন ঘটেছে এই পদে —

"হেরিয়া তনয়া মুখ পাসরিলাম সব দুঃখ
আজি সে কেমন সুখ হতেছে খগন জ্ঞান।"

কমলাকান্ত সচেতন শিল্পী। তিনি তাঁর রচনায় সর্বদাই উৎকৃষ্ট ভাষা চয়ন, ধ্বনিঝংকার সৃষ্টি, ছন্দনির্মান, অর্থবোধ প্রভৃতির সমন্বয়ে কাব্যের শিল্পিত বানীরূপ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাঁর পদাবলী উৎকৃষ্ট শিল্প হয়ে উঠেছে। তাঁর ~~শিল্পীসত্তা~~ সাধকসত্তা শিল্পীসত্তাকে অতিক্রম

Scanned by CamScanner

করতে পারেনি। কমলাকান্ত আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে মাতৃহৃদয়ের ভাববৈচিত্র্য নাটকীয় ক্রমপরিণতিতে একান্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। আগমনী গানে রয়েছে অনন্ত স্নেহ ব্যাকুলা মাতৃহৃদয়ের আর্তি, মাঝখানে মা ও মেয়ের মিলনানন্দের ক্ষণিক দৃশ্য, আবার কন্যাবিরহে সেই আনন্দবেদনাকে আরো প্রগাঢ় ও ব্যাকুল করে তুলেছে। আবেগ, উৎকণ্ঠা, মিলন-বিরহের মধ্যে কমলাকান্ত মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন বাৎসল্য প্রেমের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

Scanned by CamScanner